R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭। ১১ই আগষ্ট ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

শিক্ষকদের ফাঁকিবাজিতে গাছতলার দু'ঘন্টার স্কুলও ঠিকভাবে হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ৩১ নং মাল্লাপাড়া মহম্মদপুর প্রাইমারী স্কুলে গাছতলায় পড়াশোনা চালু আছে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে। তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক তামিজুদ্দিন সেখের সময়ে ঐ স্কুলে ২০০ থেকে ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। পড়াশোনার একটা পরিবেশ ছিল। নিযুক্ত শিক্ষকদেরও একটা দায়িত্ববোধ ছিল। এরপর তামিজুদ্দিন সাহেব অবসর নেবার পর থেকে ওখানে পড়াশোনার পরিবেশ, শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, ঠিক সময়ে স্কুলে আসা সব কিছু লোপ পায়। বর্তমানে ঐ স্কুলে একজন পুরুষ শিক্ষক ছাড়া বাকি ৩ জনই মহিলা। এদের মধ্যে একজন প্যারাটিচার। প্রধানা শিক্ষিকা মুরারই থেকে যাতায়াত করেন। যার ফলে তিনি কোন দিনই ঠিক সময় স্কুলে আসেন না। শুধু তাই নয় – প্যারাটিচার (শেষ পাতায়)

ছাত্র ভর্তিকে ঘিরে কলেজে অশান্তি বন্‌ধ ডাকলো ছাত্র পরিষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত শনিবার জঙ্গিপুর কলেজে প্রিন্সিপ্যালের তৈরী লিষ্ট মতো দ্বিতীয় পর্যায়ে অনার্সের ভর্তি শুরু হয়। ঐ লিষ্টে কম নম্বর পাওয়া কারো কারো নাম দেখা গেলে এস.এফ.আই. আপত্তি তোলে। এই নিয়ে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে তাদের গণ্ডগোল শুরু হয়। এস.এফ.আই-এর ছেলেরা নোটিশ বোর্ড ভাঙচুর করে। তাদের লাঠির আঘাতে কলেজ কর্মী হরিহর দাস ও একজন প্রাক্তন ছাত্র জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ছাত্র পরিষদ এবং এস.এফ.আই থানায় উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ ৯ আগষ্ট মহকুমার কলেজগুলোতে বন্‌ধ ডাকে।

জঙ্গিপুর-লালগোলা রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর-লালগোলা রাস্তা যানবাহন চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়লেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাস্তা মেরামতে কোন উদ্যোগ নেই। সম্মতিনগর বাজারের সামনে রাস্তায় পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে প্রায় ৪০ ফুট এলাকা বৃষ্টির জলে জলাশয়ের আকার নিয়েছে। এর ওপর দিয়েই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, রঘুনাথগঞ্জ ২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এর কিছু সুরাহা করতে পারেনি। দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবীতে গত ৪ আগষ্ট বেলা ১১ টা থেকে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামানের নেতৃত্বে অবরোধ শুরু হয়। এরফলে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘন্টা বাদে রঘুনাথগঞ্জ ২ এর সহকারী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেন। ১৫ দিনের মধ্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় জল ঢালার বাসনা নিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে মোটর সাইকেলে দেওঘর যাচ্ছিলেন মির্জাপুরের মিরণ রায় চৌধুরীর ছেলে বাবন (৩০) গত ৬ আগষ্ট। দুমকার কাছে হঠাৎ একটি বোলারো ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত মোটর সাইকেলে ধাক্কা মারে। বোলারোর একটা রড বাবনের মাথা ভেদ করে চলে যায়। বাবন ঘটনাস্থলে মারা যান। জানা যায়, বাবন এর আগে দু'বার দেওঘরে শিবের মাথায় জল ঢেলে এসেছিলেন। এবার জামাইবাবুর অনুরোধে নাকি তাকে সঙ্গ দিতে হয়। এই ঘটনা মির্জাপুর এলাকায় শোকের ছায়া নামায়। পরদিন রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে বাবনের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বিচারকের অভাবে মানুষ হয়রান হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আদালতের থার্ড স্ট্রাক কোর্টে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বিচারক নাই। বিচার প্রার্থীরা দিনের পর দিন আসছেন আর ঘুরে যাচ্ছেন। বহু মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে না। বিচারকের দাবীতে জঙ্গিপুর ল'ইয়ারস্ বার এসোসিয়েশন আন্দোলন করেও কিছু করতে পারেনি।

স্কুল নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া হাই স্কুলে গত ৮ আগষ্ট টান টান উত্তেজনার মধ্যে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন শেষ হয়। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা ৬টি আসনেই জয়ী হয়। গত বোর্ডও বামফ্রন্টের দখলে ছিল বলে জানা যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, প্যাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭

প্রাসঙ্গিক

আগামী রবিবার ১৫ই আগষ্ট – ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র এই দিনটি শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপিত অবশ্যই হইবে। প্রথা অনুযায়ী পূর্বদিন রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শ্রুত হইবে। পরের দিন লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্বাধীনতা দিবসের নানা অনুষ্ঠান হইবে। রক্তদান, হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ, কোথাও বা সংহতি পদযাত্রা ইত্যাদি ইহার আঙ্গিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বৎসর তাহার ব্যতিক্রম অবশ্যই হইবে না।

ভারত ভূ-খণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অথচ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ – যাঁহারা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকে পুষ্পমাল্য জ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন – যাঁহারা বিদেশী শাসকের বুলেট-বেয়নেট নির্দ্বিধায় বুক পাতিয়া লইয়াছেন – যাঁহারা অন্ধকারার মধ্যে জীবনীশক্তিহীন অভিশপ্ত জীবনকে শ্রেয় ও প্রেয় জ্ঞান করেন – ভারতমাতৃকার যে নয়নমণি আত্মস্বার্থসুখ জলাঞ্জলি দিয়া আজিও পৃথিবীর বিস্ময় ও সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্পদ, তাঁহারা কেহই এই অঙ্গচ্ছিন্না মাতৃভূমির আধুনিক রূপ কল্পনাও করেন নাই। বিদেশী শাসকের কূট চক্রান্তের শিকার হইয়া অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছি আমরাই।

রক্তের মূল্যেই স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহাই বলে। ১৯৪৬ সালে দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়াছেন, তাহা হিংসা-দ্বেষের আত্মকলহের এক বেদনাদায়ক পরিণাম। একই দেশমাতার সন্তান আমরা নিজেদের ভিন্ন ভাবিয়া পথ চলিতে চাহিয়াছিলাম। ইহাতে ইন্ধন জোগাইল কূটচক্রীর দল তথা শাসক ব্রিটিশকুল। দেশ বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়িল। ভারতীয় জাতীয়ত্ব ও দৃঢ় সংহতির উপর পড়িল প্রথম আঘাত। এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক জিগিরে দেশের মধ্যে বহিল রক্তস্রোত এবং তাহার পর দেশ বিভাজন – দুই রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু যে ভেদবুদ্ধিরূপ বিশাল শিলায় এক জাতীয় স্রোত দ্বিধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে দুইটি ধারাই কি এখন স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়াছে ? ইহার উত্তর – করে নাই। তাই অতীতের ভুল বা পাপের মাশুল এখন উভয় রাষ্ট্রকেই দিতে হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রই অশান্তির আগুন পোহাইতেছে।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, হানাহানি প্রভৃতি দেশের অগ্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহত করিতেছে। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে নানা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল, তাহার সম্যক কারণ অদ্যাপি নির্ধারিত হইল না। যে ধরনের তদন্ত বিস্ফোরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিত, তাহা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনিচ্ছায় হয় নাই।

স্বাধীনতার স্বাদহীনতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্বাধীনতা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন হইতে কোন বিপদ হইলে লোকে "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" বলিয়া আত্মরক্ষার আর্ত্তনাদ করিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনও কোম্পানির মুলুক বলিয়া লোকে এ দেশকে অভিহিত করিত। 'মহারাণীর মুলুক'ও না বলিত এমন নয়। পরাধীন দেশের আত্মরক্ষায় 'দোহাই মহারাণীর' বলিয়া অভয় আমন্ত্রণ করিত। এত দিনের পরাধীন অথবা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, স্বাধীনতার স্বাদ কি প্রকার তাহা কেমন করিয়া জানিব।

আমাদের বাল্যকালের একটা ঘটনা মনে পড়ে – আমাদের দেশে বাগানে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ফলিয়া থাকে। তখনও কোন বাবুর বাগানে গোলাপ জাম ফলে নাই। দুই একটি বাগানে জামরুল ফলিয়াছিল। সুজাপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান এই জামরুল ফেরী করিয়া বেচিত। সে পাড়ায় পাড়ায় 'চাই গোলাপ জাম' বলিয়া জামরুল দিয়া লোকের গোলাপ জাম খাওয়ার সাধ মিটাইত। তারপর যখন সত্যিকার গোলাপ জাম আসিল, তখন বুঝিলাম, লোকটা আমাদের কি বলিয়া কি খাওয়াইয়া ঠকাইয়াছে। হয় তো সে বেচারার অপরাধ নাই, সেও বোধহয় জানিত না – গোলাপ জাম কাকে বলে। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের কাছে স্বাধীনতা বলিয়া যে দ্রব্য বিলি করিতেছেন, ভয়ে ভয়ে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কখনও স্বাধীন দেশে যাই নাই। স্বাধীন দেশের লোক কি সুখ ভোগ করে, সেখানকার খাওয়া পরা আমাদের মত কি না, তাহা তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিব না যে স্বাধীনতার স্বরূপ কি ? তবে যে স্বাধীনতা আমরা রোজ উপভোগ করিতেছি তা যেন বেশী দিন ভোগ করিলে ধরাধামে বাস করাই দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। সবাই বলে – দেশে খাঁটি মানুষ নাই, খাঁটি জিনিস নাই। মানুষ দেখিলেই মনে হয় – হয় তো এ লোকটা হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে চোর। স্বাধীনতা নামটাই আমাদের কাছে শববাহকদের কণ্ঠে হরিধ্বনির মত হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করে।

বুড়ো বুড়ীদের মুখে আমরা হারাধন কানার দুধ খাওয়ার ভীতির কথা শুনিতাম। হারাধন জন্ম অন্ধ। কাঙালের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর সে কখনও দুধ খাই নাই। যখন লোকে তাকে বলতো – হারু কানা ! দুধ খাবি ? সে উত্তর করতো না ভাই ঠোঁট কেটে যাবে। লোকে তার দুধ খেয়ে ঠোঁট কাটার কথা শুন্‌বার জন্য তামাসা ক'রে বল্‌তো হারু দুধ খাবি !

ব্যাপারটা হচ্ছে একদিন হারু তার এক ধনী স্বজাতির বাড়ীতে অতিথি হয়। ধনী তাকে বলে হারু দুধ খাবি ?

হারু – দুধ কেমন দাদাবাবু ?

ধনী – সাদা বকের মত।

হারু – বক কেমন ?

ধনী – ঠোঁট আছে।

হারু – ঠোঁট কেমন ?

একটি চাকরের হাতে একখানা কাস্তে ছিল, ধনীটি তাই নিয়ে হারুর হাতে দিল। হারু কাস্তেতে হাত বুলিয়ে দেখে বলে উঠলো – না দাদাবাবু, দুধ খাবো না, ঠোঁট কেটে যাবে। আমাদের দেশের ধনী ও ক্ষমতাপন্ন

(৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রিক্সা ভাড়া ও পুরসভার উদাসীনতা প্রসঙ্গে

বেশ কিছুদিন থেকে রঘুনাথগঞ্জ শহরের সর্বত্র রিক্সা চালকরা নিজেদের খুশি মতো ভাড়া দাবি করছে। কাপড়পট্টি বা পণ্ডিত প্রেস মোড় থেকে সাগরদীঘি বাস ষ্ট্যাণ্ড ১০/১২, বাস টার্মিনাস ৮/৯, ফুলতলা থেকে এস.ডি.ও অফিস বা ষ্টেট ব্যাঙ্ক ১০/১২, পণ্ডিত প্রেস মোড় থেকে বালিঘাটা বাজার ১৪/১৫। আবার ষ্টেশন বা উমরপুর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত ২৫/৩০ টাকার কমে কেউ যায় না। এর ওপর শীত-বর্ষা বা রোদে যার কাছে যা পায় সুযোগ বুঝে আদায় করছে। সব ক্ষেত্রেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে রিক্সা-চালকরা এই ধরনের জুলুম চালিয়েই যাচ্ছে। এই নিয়ে সময় সময় যাত্রীদের সঙ্গে বচসা বা হাতাহাতি পর্যন্ত হচ্ছে। পুর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের পরিস্থিতি চললেও পুর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন হেলদোল নেই কেন ?

অমিতা সিনহা, বাণীপুর

স্বাধীনতা '৪৭

সৌমিত্র সিংহ রায়

তা ধিনা ধিন্ ধিন্
আমরা তো ভাই স্বাধীন
অনুষ্ঠানে মালা পরাই
চোর-জোচ্চোর গলায় গলায়
দেশের দুঃখে বুক ফেটে যায়
তাই, স্কচ, হুইস্কী চাই
আমাদের, আজকে ছুটির দিন।
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় !
ব্যাঙ্ক-লোপাটের স্বাধীনতা, ভেজাল দেবার
স্বাধীনতা, কালোবাজারের স্বাধীনতা,
ঘুষ নেবার স্বাধীনতা, কাজ না করে
মাইনে নেবার স্বাধীনতা, বছর বছর
ভোট দেবার স্বাধীনতা, মন্ত্রী – নেতার
দুর্নীতির স্বাধীনতা – হীনতায়
বাঁচা বড় দায় !
স্বাধীনতা – তুমি কি কেবলই ফাঁকি !
শুধু ধনীদের বিলাস
তবে তোমার নেই দরকার
দেশজুড়ে হাহাকার
আমাদের এখন চাই স্বাধীনতা
তোমাকে খুন করবার।।

'এত রক্ত কেন ? ...'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

গোমতী নদীর স্নানের ঘাট। সিঁড়ি বেয়ে রক্তের ধারা জলে মিশেছে। সারা সিঁড়িতে যেন রক্তের আলপনা। দিদির কাছে বালক তাতার প্রশ্ন 'এত রক্ত কেন ?' সে দিন সারা রাত তাতা প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকেছিল। 'এত রক্ত কেন ?' পরদিনই ত্রিপুরারাজ ঘোষণা করেছিলেন : 'আজ হইতে রাজ্যে পশুবলি হইবেনা।' রাজার নির্দেশ পালিত হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে। সেদিনের এই মহাশাসক উপলব্ধি করেছিলেন – শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে তাঁকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে হতে হবে কঠোর।

মহাভারতেও আমরা একই চিত্র দেখি। মহাবলী ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন কৌরবসভায় সম্প্রীতি ও শান্তির পক্ষে কথা বলেন। সেদিন দুর্যোধন কারো কথা শোনেননি ; কারো অনুরোধ রাখেননি। তারই ফলশ্রুতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। এরপর অনেক যুগ কেটে গেছে। মহাভারত এখন আমাদের কাছে গল্প কথা। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের দিকে তাকালে মনে হয় – নোতুন এক কুরুক্ষেত্র হতে চলেছে। বিভিন্ন প্রদেশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। রাজনৈতিক অস্থিরতা। জঙ্গীশক্তির চোরাগোপ্তা হানা। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর নির্লজ্জ পৈশাচিক আক্রমণ। যে কোন উপায়ে রাজনৈতিক আগ্রাসন। এ এক বিপজ্জনক অস্থিরতা। আমরা যে রাজ্যে বাস করছি তার বেশ কিছু জেলাতেও চলছে এই ধরনের সন্ত্রাস। ছাত্রদের সামনে পাঠদানরত শিক্ষকের রক্তাক্ত লাশ। উন্মুক্ত রাস্তায় ধর্ষিতা নারীর দ্বিখণ্ডিত দেহ। যে কণ্ঠ সকলের মনোরঞ্জন করত, সেই জনপ্রিয় আদিবাসী শিল্পী নীলমণি টুডুর ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এ কীসের ইঙ্গিত ! এ কীসের পরিবর্তন ! উন্নয়নের তালিকায় জাত-পাতের রাজনীতি। এমনকী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সত্তর দশকের ছাত্র-সংঘর্ষের রক্তক্ষয়ী দিনগুলি ফের আসছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে মারণাস্ত্রের দাপট। মাইন পোঁতার প্রশিক্ষণ। এখানকার শিশু-কিশোরদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সবুজ। আজও জঙ্গলমহলে চাঁদ হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। শাল অর্জুন – নাম না জানা গাছের মাথায় ধূ ধূ জ্যোৎস্না। রাত বাড়ে মানুষের আতঙ্কও তত বাড়ে। ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে হাড় হিম করা মৃত্যু। তবুও আমাদের হতাশ হলে চলবে না। সম্প্রীতি ও শান্তি – এ দুটি হল যে কোন দেশের মহাসম্পদ। এ দুটি বিনষ্ট হলে রাজ্যের তথা দেশের মূলটি হবে উৎপাটিত। তাই এই দুই মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি সংস্থা-সংগঠন-মঞ্চ-লেখক-শিল্পী সব স্তরের মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকেও দেশের জনগণের স্বার্থে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার ব্যাপারে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ প্রমাণ করতে গেলে শান্তি ও সম্প্রীতির শত্রুকে চিহ্নিত করতে হবে। মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। নিপীড়িত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে : 'মনুষ্যত্বের' পরে বিশ্বাস হারানো পাপ।

স্বাধীনতার (২য় পাতার পর)

দাদাবাবুরা চাল, ডাল, তেল, কাপড় সব নিয়ে যে চাল চালতে আরম্ভ করেছেন তাতে আমাদের মত হারু কান্নার দুধ খেলে ঠোঁট কাটার ভয় পদে পদে। তবুও জাতীয় পতাকার সামনে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করি। স্বাধীনতার স্বাদহীনতা কবে দূর হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

বিজ্ঞপ্তি

দরপত্র আহ্বায়ক

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা - ০২/২০১০/২০১১

সহকারী বাস্তুকার (পূর্ত দপ্তর) বহরমপুর উপভূক্তি সংখ্যা ৩ (পঃ বঃ) কর্তৃক অর্থবর্ষের মেয়াদে বিল্ডিং-এর কাজের জন্য পূর্ত নথিভূক্ত চতুর্থ শ্রেণীর ঠিকাদারগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। বিশদ বিবরণের জন্য উপরিউক্ত করণে কার্যের দিনে যোগাযোগ করিতে হইবে।

দরপত্র গ্রহণ করার জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ইং-১৬/০৮/২০১০ বেলা ২.০০ (দুই) ঘটিকা পর্যন্ত।

স্বাঃ/-

সহকারী বাস্তুকার (পূর্ত দপ্তর)

বহরমপুর উপভূক্তি সংখ্যা -৩

স্মারক নং ৮৪৫ তথ্য / মুর্শিঃ তাং-৩/৫/১০

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এখন গোটা দেশের গর্ব

১৯৭৬৭৭ সালে রাজ্যে মাদ্রাসা
শিক্ষার উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ ছিল
৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা

আর এখন ?

সব মিলিয়ে ২০০৯-১০ সালে ৬১০ কোটি টাকা

*

১৯৭৭-৭৮ সালে
মাদ্রাসায় পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল সাড়ে চার হাজারেরও কম

আর এখন ?

প্রায় সাড়ে চার লক্ষ

*

অন্যান্য বিদ্যালয়ের সমহারে
মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের
বেতন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার
ভার নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারই

*

এই সরকারই স্বশাসন দিয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে

স্মারক নং ৮৩৮(৩০) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-২/৮/১০

বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর-রঘুনাথগঞ্জ রুটের যাত্রীবাহী মিনি বাস 'রূপালী' গত ৩০ জুলাই পথ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কয়েকজন আহত যাত্রীকে বহরমপুর ও জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায় বাসটি বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে একটি ছ'চাকার ট্রেকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনি বাসের পেছনে ধাক্কা মারে। মিনি বাসটি একটি গাছে ধাক্কা মারে। এর ফলে ১২ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। ড্রাইভার পালিয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের জামুয়ার গ্রামের পূরবী মজুমদার গুরুতর আহত হন। তাঁর গলায় ৪টা সেলাই পড়ে। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে কোলকাতা এন.আর.এস. এ স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর মেয়ে জবাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

আফিডেবিটের দাপটে মার খাচ্ছে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বর্ত্তমানে নানা প্রয়োজনে আফিডেবিটের হিড়িক পড়ে গেছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ১৪৪, ১৪৫, ১৩৩ ধারার বিচার প্রার্থীরা। ঐ কোর্টের বেঞ্চ ক্লার্কের আফিডেবিটেই বেশী উৎসাহ। কেন উৎসাহ সেটা কোর্ট কর্তৃপক্ষ ভালো জানবেন। তবে ১৪৪ ধারা ইত্যাদি কেসগুলো অবহেলিত হলে অনেক ক্ষেত্রে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকবে বলে কোন কোন আইনজীবী মন্তব্য করেন।

ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধী আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানী এবং ঐ সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে গত ২৯ জুলাই সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বহরমপুরে আনন্দ আশ্রম হোমের সভাকক্ষে একটি ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধী আদালত অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনার শ্রীমতী মিতা ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সহ-কমিশনার এস.এস. বিনায়ক, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ), মুর্শিদাবাদ বিজয় ভারতী, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ভুমি ও ভুমি সংস্কার, মুর্শিদাবাদ আর.এম. সারকার প্রমুখ। ৪২ জন প্রতিবন্ধী তাঁদের অভিযোগ দায়ের করেন এবং বিবাদী হিসেবে আর.টি.ও, মুর্শিদাবাদ, সুপারিনটেনডেন্ট, আবগারী বিভাগ, মুর্শিদাবাদ, ডি.আই.প্রাইমারী, মুর্শিদাবাদ, বিভিন্ন ব্লকের বি.ডি.ও, সি.ডি.পি.ও এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ অফিসার, মুর্শিদাবাদ এবং এস.ডি.আর.ও., কান্দি উপস্থিত ছিলেন। ঐ আদালতে প্রতিবন্ধীদের অভিযোগগুলি তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে এই খবর।

শিক্ষকদের ফাঁকি বাজিতে গাছতলায়

(১ম পাতার পর)

বাদে পূর্ণ সময়ের তিনজন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে বোঝাপড়ায় কেউই টানা সপ্তাহ হাজিরা দেন না। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতির জায়গায় মেডিক্যাল লিভ বা ক্যাজুয়াল লিভ উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে পৃথক একটি হাজিরা খাতায় তারা সম্পূর্ণ হাজিরা দেখিয়ে রাখেন। বর্তমানে একটি চালা ঘরে স্কুলের আসবাবপত্র বন্দী থাকে, আর বারো মাস গাছতলায় পড়াশোনা চলে। বৃষ্টি হলেই ছুটি হয়ে যায়। স্কুলের হাল হকিকত – বাগানের মধ্যে একটা টেবিলের চার পাশে চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা বসে গল্পগুজব করেন। হেডফোন লাগিয়ে শিক্ষক মশায় গান শোনেন। আর চারটি শ্রেণীর সাকুল্যে ২৫/৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী কেউ চুপচাপ বসে থাকে, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। শিক্ষককুল মাঝে মাঝে বই থেকে দু'এক লাইন লিখতে দিয়ে ছুটি দিয়ে চলে যান। না আছে ব্ল্যাক বোর্ড, না আছে অক্ষর জ্ঞানের ব্যবস্থা। এই ভাবেই শিক্ষা নিয়ে প্রহসন চলছে। স্কুল পরিদর্শক কি অফিসে বসেই স্কুল পরিদর্শন করছেন – এই জিজ্ঞাসা এলাকার মানুষের।

অধ্যাপকদের বিশ্রামাগার থেকে টিভি চুরি এবার তিনবারে পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ওপর ও নিচের পাঁচটি তালা ভেঙে অধ্যাপকদের বিশ্রামাগার থেকে গত ২ আগষ্ট রাতে আবার টিভি চুরি গেছে। নৈশ প্রহরী থাকা সত্বেও এবার নিয়ে তিন বার অধ্যাপকদের বিশ্রামাগার থেকে টিভি চুরি হলো অথচ চুরির কিনারা কোন বারই নাকি হয়নি। এক অধ্যাপকের মন্তব্য, গৌরী সেনের টাকা এলো আর গেল।

বিড়ি শ্রমিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরী হাসপাতালে স্থানীয় এস.ইউ.সি.আই ৮ দফা দাবীপত্র দিতে যায় সম্প্রতি। ডেপুটেশনে সাংবাদিকদের দেখে ঐ হাসপাতালের সুপার ডাঃ অমিতাভ মুখার্জী দাবীপত্র নিতে অস্বীকার করেন এবং চেম্বার ছেড়ে চলে যান। পরে পুলিশ নিয়ে হাসপাতালে এসে দাবীপত্র নিলেও সাংবাদিকদের সাক্ষাতে কোন আলোচনা করবেন না জানান। অন্যদিকে খবর – এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম ভেঙে পড়েছে। ঘটনার দিন কাঁকুড়িয়ার সাজেনুর বিবি তার জ্বরে আক্রান্ত আট বছরের ছেলেকে নিয়ে সকাল ৮ থেকে ১২ টা পর্যন্ত আউটডোরে অপেক্ষা করলেও তাকে চিকিৎসার জন্য পরের দিন আসতে বলেন ডাঃ অমিতাভ মুখার্জী। এতে এস.ইউ.সি.আই-এর কয়েকজন নেতা ও সাংবাদিকরা আপত্তি তুললে তাদের চাপে রোগী দেখতে বাধ্য হন ডাঃ অমিতাভ। এখানে ইমারজেন্সী বিভাগেও সব সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই কোয়ার্টারে বেলা ১২ টা পর্যন্ত প্রাইভেট প্রাক্‌টিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ইমারজেন্সীতে কোন ডাক্তার থাকেন না কেন – এ প্রশ্নের কোন উত্তর সুপার দিতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় – সুপার হাসপাতালের নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এলাকার কয়েকজন সমাজবিরোধিকে নিয়ে চলাফেরা করেন। কেউ দুর্নীতির প্রতিবাদ করলে তাকে ঐ সব সমাজবিরোধীদের দিয়ে ভয় দেখান। সুপারের স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কোয়ার্টারে ও ধুলিয়ানের একটা ওষুধের দোকানে চুটিয়ে প্রাক্‌টিস ছাড়া কিছু না – এ আক্ষেপ বিড়ি শ্রমিকদের।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

03482/252610